রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আইন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৫ আগস্ট, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর,ও , নম্বর ২৮৪-আইন/২০২২।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩৫১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঞ) এ উল্লিখিত ‘ট্রেজারি চালানপত্র’ শব্দসমূহের পরিবর্তে ‘ট্রেজারি চালানপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পে এর দলিল’ শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ‘বন্ধ ঘোষণা করিলে’ শব্দসমূহের পর ‘যদি কোন শ্রমিকের আইনানুগ পাওনা বকেয়া রহিয়া থাকে উহা কর্তনপূর্বক’ শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(৩) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত ‘এবং’ শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ), (জ) ও (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(ছ) বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশনের ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(জ) ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডাব্লিউই) এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন কর্মকর্তা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি।”;

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(৪) বিধি ১৬ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে সরবরাহকৃত কোন শ্রমিকের মজুরি একই ধরনের কোন স্থায়ী পদে নিয়োজিত শ্রমিক বা কর্মীদের জন্য নির্ধারিত মজুরির কম মজুরি প্রদান করিবে না এবং তাহার মূল মজুরি ধার্যকৃত মজুরির ৫০% এর কম হইবে না।";

(খ) উপ-বিধি (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) কারাখানার মালিক কারখানার নকশা অনুমোদনের সময় প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো ঘোষণা করিবে।'';

(৫) বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) প্রত্যেক ঠিকাদার সংস্থাকে লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে উক্ত সংস্থার নাম সম্বলিত 'কর্মী সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব শুরু করিতে হইবে এবং ব্যাংক হিসাব খুলিবার পর লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সকল কর্মীর এক মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং পরবর্তী বৎসর হইতে পুরাতন কর্মীর জন্য মূল মজুরির ১৫% এবং নূতন কর্মীর জন্য এক মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে এবং যে সব ঠিকাদার সংস্থায় পূর্ব হইতে গ্রাচুইটি স্কিম বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল গঠনের প্রয়োজন হইবে না।

(২) কর্মীর চাকরির যে কোন ধরনের অবসানে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বা গ্রাচুইটি অর্থ সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ চেকের মাধ্যমে সরাসরি পরিশোধ করিতে হইবে।";

(৬) বিধি ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৮। **শ্রমিকগণের শ্রেণি বিভাগ।**—(১) প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানের জন্য চাকরি বিধিমালার সহিত সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) প্রণয়ন করিবে যাহা মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উক্ত সাংগঠনিক কাঠামোতে শ্রমিকের শ্রেণি, সংখ্যা ও প্রকৃতির উল্লেখ থাকিবে।

(২) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শ্রমিকের শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে কোন কাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ বা স্থায়ী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে যাহা প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক চলমান থাকে।";

(৭) বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ফরম-৬ অনুযায়ী মালিকের খরচে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র বাংলায় প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে উক্ত পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র ইংরেজিতে প্রদান করা যাইবে।'';

(৮) বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'শক্ত মলাটসহ' শব্দসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(৯) বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(৩) যদি কোন প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফরমে শ্রমিক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান উহার কপি মহাপরিদর্শক বা মহাপরিচালকের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করিবে।'';

(১০) বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) ছুটির রেজিস্টার বাংলা অথবা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে এবং পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উহার কপি সরবরাহ করিবে।'' ;

(১১) বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং বিষয়টি মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১২) বিধি ২৭ এর বিদ্যমান বিধান উপ-বিধি (১) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (২) ও (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(২) মহাপরিচালককে ছাঁটাইয়ের নোটিসের কপি প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) ধারা ২৮ক এবং বিধি ৩২ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইলে সকল শ্রমিকের জন্য একটি নোটিস প্রদান করা যাইবে এবং শ্রমিকের তালিকা ফরম-১০ (ক) অনুসারে প্রদান করিতে হইবে।";

(১৩) বিধি ২৯ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত '(।)' দাড়ি এর পরিবর্তে '(;)' সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(গ) ৬০ (ষাট) দিন গণনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপনের (কারণ দর্শানোর) দিন হইতে অভিযোগ নিষ্পত্তির দিন পর্যন্ত বিবেচনা করিতে হইবে।'';

(খ) উপ-বিধি (৭) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''আরও শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান না করিলে কর্তৃপক্ষ সিবিএ বা অংশগ্রহণকারী কমিটির নিকট প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করিবে।'';

(১৪) বিধি ৩২ এর—

(ক) দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) এর উপ-দফা (ঈ) এ উল্লিখিত 'মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে' শব্দসমূহের পর 'এবং মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) ও (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা:―

''(গ) কারখানা, প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে:

(অ) হস্তান্তরিত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদের চাকরির ধারাবাহিকতা থাকিবে;

(আ) হস্তান্তরিত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা কাজ করিতে ইচ্ছুক না হইলে শ্রমিকগণ ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;

(ই) হস্তান্তর গ্রহীতা মালিক শ্রমিকদের দায় গ্রহণ করিতে না চাহিলে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্বেই পূর্বতন মালিক শ্রমিকদের ছাঁটাই করিবেন এবং ধারা ২০ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ পাওনা পরিশোধ করিবেন;

(ঈ) কোন বকেয়া পাওনার ক্ষেত্রে পূর্বতন ও নূতন মালিকের মধ্যে ভিন্ন চুক্তির অবর্তমানে নূতন মালিক ইহার দায়ভার বহন করিবেন;

(উ) কারখানা হস্তান্তর ও পাওনা পরিশোধের বিষয়ে কোন আপত্তি বা বিরোধ দেখা দিলে পূর্বতন ও নূতন মালিক ধারা ১২৪ক অনুযায়ী অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের (যদি থাকে) সহিত আলোচনাক্রমে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিবেন;

(ঊ) নূতন মালিক কর্তৃক কারখানা বা প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের যাবতীয় তথ্য মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে নোটিস প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ বা মালিকানা হস্তান্তরের তথ্যাদি ফরম-১০ অনুসারে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।'';

(১৫) বিধি ৩৮ এর―

(ক) দ্বিতীয় শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:―

"আরও শর্ত থাকে যে, প্রসব পূর্ববর্তী ৮ (আট) সপ্তাহের নির্ধারিত সময়ের পরে কোন মহিলা শ্রমিক সন্তান প্রসব করিলে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী দিনসমূহ এই বিধির অধীন সমন্বয় করিতে হইবে।'';

(খ) পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৩৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:―

"৩৮ক। গর্ভপাতজনিত ছুটি।―প্রসূতি কল্যাণ ছুটিতে যাইবার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কোন মহিলা শ্রমিকের গর্ভপাত ঘটিলে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে পরবর্তী ৪ (চার) সপ্তাহ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে উক্ত ছুটির জন্য মজুরি কর্তন করা যাইবে না বা অন্য কোন ছুটির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।'';

(১৬) বিধি ৩৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৩৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

''৩৯ক। **প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা হিসাব।**—(১) ধারা ৪৮(২) অনুযায়ী প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা হিসাব করিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সর্বশেষ মাসিক প্রাপ্ত মোট মজুরিকে ২৬ দ্বারা ভাগ করিয়া ১ দিনের গড় মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্য তহবিলের বিধান থাকিলে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাভোগীর ভবিষ্য তহবিলে প্রদেয় চাঁদা তাহার প্রাপ্য সুবিধা হইতে আইনের বিধান অনুযায়ী কর্তন করিতে হইবে।'';

(১৭) বিধি ৪৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৪৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৩। **চুনকাম ও রং করা।**—ধারা ৫১(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি ও যাতায়াত পথ রং ও বার্নিশ করা থাকিলে এবং বহির্ভাগ মসৃণ হইলে প্রতি চৌদ্দ মাসে একবার উহা পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে এবং উক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করিবার তারিখ ধারা ৫১(ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফরম-২০ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।";

(১৮) বিধি ৫০ এর উপ-বিধি (৬) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত খাবার পানি খাবারযোগ্য স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে পানি ঠান্ডাকরণ যন্ত্রের মাধ্যমে ঠান্ডা করিবার প্রয়োজন হইবে না।'';

(১৯) বিধি ৫৩ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) যদি মালিকের নিকট উহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ অথবা কোন পথ যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বা ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক অবস্থা এমন অবস্থায় রহিয়াছে যে, ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, তাহা হইলে মালিক নিজ দায়িত্বে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণে স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম কর্তৃক পরীক্ষা করাইবেন।'';

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪) পরিদর্শক কর্তৃক প্রদানকৃত সময়সীমার মধ্যে মালিক বা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ অথবা ইহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহিত সমন্বয় করিয়া প্রতিষ্ঠানের উক্ত ভবন বা উহার কোন অংশ অথবা উহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বন্ধ করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।'';

(২০) বিধি ৫৫ এর উপ-বিধি (১২) এ উল্লিখিত '৫০০' সংখ্যাটির পরিবর্তে '৩০০' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত' শব্দটির পর 'সেইফটি' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(২১) বিধি ৫৯ এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি দেওয়ালের সংস্পর্শে স্থাপন করিতে হয় এবং দেওয়ালের পার্শ্বে কোন শ্রমিককে কাজ করিতে হয় না, সেইক্ষেত্রে দেওয়াল হইতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না।'';

(২২) বিধি ৬০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ড) এ উল্লিখিত 'সরকার' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিদর্শক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২৩) বিধি ৬২ এর ব্যাখ্যার অনুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত 'সরকার' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিদর্শক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২৪) বিধি ৬৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (স) এর প্রান্তস্থিত 'এবং' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং দফা (হ) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ';' সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ড়), (ঢ়), (য়) এবং (ৎ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ড়) তামাকজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;

(ঢ়) যেকোন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত, মজুদ ও ব্যবহার;

(য়) ব্যাটারি তড়িতায়িতকরণ; এবং

(ৎ) বয়লার, জেনারেটর, কম্প্রেসর, কনভেয়ার বেল্ট, কার্গো লিফট উঠা-নামা, ক্রেন পরিচালনা, ইত্যাদি।'';

(২৫) বিধি **৬৯** এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত 'মহাপরিদর্শক' শব্দটির পর 'বা সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক' শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে; এবং

(খ) দফা (গ) এ উল্লিখিত 'সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২৬) বিধি ৭০ এ উল্লিখিত '৭ দিনের' সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে '২ কর্মদিবসের' সংখ্যা ও শব্দটি এবং 'কর্তৃপক্ষের' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিদর্শকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২৭) বিধি ৭১ এ উল্লিখিত 'কর্তৃপক্ষকে' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিদর্শককে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২৮) বিধি ৭৩ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত '১০ কর্মদিবসের' সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে '১৫ দিনের' সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২৯) বিধি ৭৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৭৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''৭৫। **নিরাপত্তা বিষয়ে অনুপূরক বিধি।**—(১) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক উহাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে এবং ধারা ৮৮ এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) মহাপরিদর্শক কর্তৃক ঘোষিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতি বৎসর অন্যূন একবার কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি নিরূপণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন;

(খ) নিরূপিত কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং বৎসর শেষ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন।

(২) প্রাঙ্গন, যানবাহন, জাহাজ, নদী ও সমুদ্র বন্দরের মালামাল উঠাইবার-নামাইবার কাজ, ভবন, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ ও ভাঙিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তফসিল-৩ অনুসরণ করিতে হইবে।";

(৩০) বিধি ৭৭ এর উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"আরও শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ তিন শিফটে কাজ করিলে রাতের শিফটে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরিবর্তে একজন ডিপ্লোমা সনদধারী মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট থাকিবে।";

(৩১) বিধি ৭৮ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (ঘ) এর উপ-দফা (এ) তে উল্লিখিত 'প্রশিক্ষণ ও' শব্দ ও বর্ণের পর 'মহিলা শ্রমিকের স্যানেটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(ঙ) কারখানার গেইটে বা নোটিস বোর্ডে কারখানার সহিত চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বরের উল্লেখ থাকিবে।'';

(৩২) বিধি ৭৯ এর উপ-বিধি (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) কল্যাণ কর্মকর্তা নিযুক্তি হইবার অথবা তাহার চাকরির অবসান ঘটাইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা মালিককে উহা মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে এবং মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং শূন্য পদটি যথাশীঘ্র সম্ভব পূরণ করিতে হইবে।'';

(৩৩) বিধি ৮১ এর—

(ক) উপ-বিধি (৪) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''তবে শর্ত থাকে যে, কারখানায় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেইফটি কর্মকর্তা থাকিলে তিনি সেইফটি কমিটির মালিকপক্ষের সদস্য হিসাবে থাকিবেন এবং তিনিই কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্বপালন করিবেন।";

(খ) উপ-বিধি (১০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১০) সেইফটি কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনিবার্য কোন কারণে বা উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করিলে এইরূপ বিষয় অবগত হইলে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিককে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনপূর্বক শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবেন:

তর্বে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অথবা অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।";

(৩৪) বিধি ৮২ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) সেইফটি কমিটি গঠনের পরবর্তীকালে কোন সদস্যের পদত্যাগ, চাকরি হইতে অবসর, চাকরি ত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে সদস্যপদ শূন্য ঘোষিত হইলে সিবিএ বা অংশগ্রহণ কমিটি শ্রমিকগণের মধ্য হইতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবে এবং মালিকপক্ষ মালিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবে।'';

(৩৫) বিধি ৮৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৮৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮৩। **সেইফটি কমিটির মেয়াদ।**—(১) সেইফটি কমিটির মেয়াদ হইবে সেইফটি কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর।

(২) মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ববর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী কমিটি গঠিত হইবে এবং নবগঠিত কমিটি পূর্ববর্তী কমিটির মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর তাহাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে।'';

(৩৬) বিধি ৮৭ এর উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত '৩০ (ত্রিশ)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে '২০ (বিশ)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৭) বিধি ৯৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৯৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯৩। **খাবার কক্ষের মান**।—খাবার কক্ষের নকশা, মান ও আকার মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। ";

(৩৮) বিধি ৯৮ এর উপ-বিধি (১) এর 'প্রত্যেক শ্রমিকের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'কর্মরত সকলের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৯) বিধি ৯৯ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর আধাঘণ্টার' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'প্রতি এক ঘণ্টা পর পর পনেরো মিনিটের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৩) এর 'ওভারটাইমসহ' শব্দটির পরিবর্তে 'অধিকালসহ (ওভারটাইম)' প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪০) বিধি ১০১ এর উপ-বিধি (২) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকগণ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিয়া উৎসব ছুটির সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিতে চাহিলে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং ধারা ১০২ এর বিধানমতে অব্যাহতি হিসাবে বিবেচিত হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিলে উৎসব ছুটি ভোগ করিবার পূর্বেই চাকরির অবসান হইলে উক্ত ছুটির সমপরিমাণ মজুরি প্রাপ্য হইবেন এবং এইক্ষেত্রে মোট মজুরি (অধিকাল ভাতা ও বোনাস ব্যতীত) কে ৩০ দ্বারা ভাগ করিয়া একদিনের মজুরি হিসাব করিতে হইবে।'';

(৪১) বিধি ১০৩ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় যাতায়াত ব্যবস্থাসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।'';

(খ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত '১২ (বার)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে '১ (এক)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪২) বিধি ১০৭ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''আরও শর্ত থাকে যে, বাৎসরিক ছুটি হিসাবের ক্ষেত্রে সর্বশেষ মাসিক মোট মজুরিকে (অধিকাল ভাতা ও বোনাস ব্যতীত) ৩০ (ত্রিশ) দিয়া ভাগ করিয়া বার্ষিক ছুটির দিনের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া বার্ষিক ছুটির মজুরি গণনা করিতে হইবে।'';

(৪৩) বিধি ১১০ এ উপ-বিধি (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) ধারা ১১৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণমূলক মজুরি হিসাবের জন্য মাসিক মূল মজুরি ও মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তর্বর্তী মজুরিকে (যদি থাকে) ৩০(ত্রিশ) দ্বারা ভাগ করিয়া এক দিনের ক্ষতিপূরণমূলক মজুরি গণনা করিতে হইবে।";

(৪৪) বিধি ১১১ এর উপ-বিধি (৫) এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"আরও শর্ত থাকে যে, যেই সকল ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত কোনো নিম্নতম মজুরি প্রযোজ্য নয় সেইসকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের মূল মজুরি সাকুল্য (মোট) মজুরির ৫০% **এর** কম হইবে না এবং বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার মূল মজুরির ৫% এর কম হইবে না। ";

(৪৫) বিধি ১১৮ এর শিরোনামে উল্লিখিত 'মৃত শ্রমিকের অপরিশোধিত মজুরি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মৃত বা নিখোঁজ শ্রমিকের অপরিশোধিত মজুরি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪৬) বিধি ১১৯ এর শিরোনাম ও উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'মৃত' **শব্দটির প**র 'বা নিখোঁজ' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(৪৭) বিধি ১২৮ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'প্রয়োজনবোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'প্রয়োজনবোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪৮) বিধি ১৪৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ১৪৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৪৪ক। **ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ**।—ধারা ১৬১ (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিদর্শক দুই পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তাহার বিবেচনায় ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করিবেন।";

(৪৯) বিধি ১৬৭ এর—

(ক) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত '৪০০ (চারশত)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে '৩০০ (তিনশত)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপজেলা, থানা, জেলা বা পৌরসভাভিত্তিক বা সিটি করপোরেশন এর ক্ষেত্রে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ গঠন করিতে পারিবে।";

(৫০) বিধি ১৬৮ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(৫১) বিধি ১৬৯ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর ছক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ছক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“

সাধারণ সদস্যর সংখ্যা			নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা	
অনধিক ৫০			অন্যূন	৫
৫১	হইতে	১০০	অনধিক	৯
১০১	হইতে	২০০	ঐ	১৩
২০১	হইতে	৪০০	ঐ	১৯
৪০১	হইতে	৮০০	ঐ	২৩
৮০১	হইতে	১৫০০	ঐ	২৫
১৫০১	হইতে	৩০০০	ঐ	২৭
৩০০১	হইতে	৫০০০	ঐ	২৯
৫০০১	হইতে	৭৫০০	ঐ	৩১
৭৫০০	হইতে	ততোধিক	ঐ	৩৫

”;

(খ) উপ-বিধি (৪) এর পর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা এবং নূতন উপ-বিধি (৫), (৬) ও (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“ব্যাখ্যা ।—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘রাষ্টায়ত্ত শিল্পসেক্টর’ অর্থ—

(ক) পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্টায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলী) আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(গ) এ সংজ্ঞায়িত “পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্টায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান”;

(খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; এবং

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা রহিয়াছে এইরূপ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান।;”

(৫) কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের জটিলতার বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এবং অভিযোগকারীদেরকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্র ও বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৬) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্তরূপ ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শ্রম আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন।

(৭) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র যাচাইপূর্বক উহা নথিভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্টদের অবহিত করিবেন।";

(৫২) বিধি ১৭২ এর উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোনো ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের পর মহাপরিচালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নও ১৫ দিনের মধ্যে মালিক বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।";

(৫৩) বিধি ১৭৩ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালকের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫৪) বিধি ১৭৪ এর—

(ক) শিরোনামে উল্লিখিত 'ঠিকানা' শব্দটির পর 'বা গঠনতন্ত্র' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'কোনো ট্রেড ইউনিয়ন' শব্দসমূহের পর 'ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধন অথবা কর্মকর্তার পরিবর্তন বা' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে এবং 'শ্রম পরিচালকের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫৫) বিধি ১৭৬ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালকের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি এবং 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (২) এ দুইবার উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা অথবা ট্রেড ইউনিয়নের আওতা বহির্ভূত কারণে বার্ষিক রিটার্ন জমা না দিতে পারিলে, উক্তরূপ পরিণতির অবসানের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বকেয়া রিটার্ন দাখিল করা যাইবে।";

(৫৬) বিধি ১৭৭ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(৪) সিবিএ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নিয়ে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, এবং উক্তরূপ নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে মহাপরিচালক বা যেকোন পক্ষ আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।'';

(৫৭) বিধি ১৭৮ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫৮) বিধি ১৮১ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫৯) বিধি ১৮২ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬০) বিধি ১৮৩ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'স্থায়ী' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (২) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:-

''তবে শর্ত থাকে যে, অংশগ্রহণ কমিটির শ্রমিকপক্ষের সদস্য অবশ্যই কারখানার স্থায়ী শ্রমিক হইবেন।'';

(গ) উপ-বিধি (৩) এর ছক এর প্রথম কলামে উল্লিখিত '১' সংখ্যাটির পরিবর্তে '৫০' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(৪) কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবার পূর্বে যদি অংশগ্রহণকারী কমিটির কার্যক্রম চালু থাকে তবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান অংশগ্রহণকারী কমিটির সকল প্রকার কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে।'';

(৬১) বিধি ১৮৪ বিলুপ্ত হইবে;

(৬২) বিধি ১৮৬ বিলুপ্ত হইবে;

(৬৩) বিধি ১৮৭ এর—

(ক) শিরোনামে উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালককে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালককে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালককে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালককে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং 'প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'প্রভাব বিস্তার করিবেন না' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালককে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালককে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬৪) বিধি ১৮৮ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালকের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে অনধিক একজন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি থাকিবে।'';

(গ) উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব না হইলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আরো ৩০ দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।'';

(৬৫) বিধি ১৯০ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬৬) বিধি ১৯৩ এর উপ-বিধি (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৬) ও (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(৬) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইত্যাদি মনোনীত করিবে।

(৭) মালিক বা শ্রমিক প্রয়োজনে সরকারি ট্রেজারিতে চালানের মাধ্যমে ১০০০ (এক হাজার) টাকা জমা প্রদান করিয়া অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রত্যয়নপত্র এবং অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজের অবিকল নকল সংগ্রহ করিতে পারিবেন।";

(৬৭) বিধি ১৯৭ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'হইবার' শব্দটির পর 'পূর্ববর্তী' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(৬৮) বিধি ১৯৮ এর উপ-বিধি (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(৬৯) বিধি ২০০ এর উপ-বিধি (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(৭০) বিধি ২০১ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৭১) বিধি ২০৪ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'চাঁদা প্রদানকারী সদস্যগণকে ভোটার হিসাবে গণ্য করিয়া' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'সকল শ্রমিকের অংশগ্রহণে' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালককে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালককে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৭২) বিধি ২০৫ এর উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৭৩) বিধি ২১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ২১১ক সংযোজিত হইবে, যথা:—

''২১১ক। **লাইব্রেরি ও বসিবার স্থান।**—প্রত্যেক আদালতে রেফারেন্স লাইব্রেরিসহ সদস্যদের বসিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিবে।'';

(৭৪) বিধি ২১২ এর উপ-বিধি (১) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

''তবে শর্ত থাকে যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল স্থাপিত হইলে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের বিধান প্রযোজ্য হইবে না ।'';

(৭৫) বিধি ২১৩ এর—

(ক) উপ-বিধি (৩) এবং উহার শর্তাংশে উল্লিখিত 'সচিব' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত 'সচিবের' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৭৬) বিধি ২১৫ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(১) কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'সুবিধাভোগী' বলিতে শিক্ষাধীনসহ যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি মালিক কিংবা অংশীদার কিংবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ব্যতীত পদমর্যাদা নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে ৯ (নয়) মাস নিযুক্ত রহিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতাধীন নয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ধারা ৯৯ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।'';

(খ) উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(২) শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিকদের সংগঠন ডাটাবেইজের মাধ্যমে সকল সুবিধাভোগীর তালিকা সংরক্ষণ করিবে এবং চাহিদা অনুযায়ী তাহাদের উত্তরাধিকারীদের তালিকা কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ডের নিকট সরবরাহ করিবে।'';

(গ) উপ-বিধি (৪) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ':' কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২১৪(১)(ঘ) এর বিধান অনুযায়ী কোন বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা বা কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' বা 'আপদকালীন হিসাবে' জমা প্রদান না করিয়া আলাদা হিসাব সংরক্ষণপূর্বক সুবিধাভোগীর সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা বা অন্য কোন কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাইবে।'';

(৭৭) বিধি ২১৮ এ উল্লিখিত দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ) ও (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত দফাসমূহের পর দুইটি নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(গ) সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের দুইটি মালিক এসোসিয়েশনের ২ (দুই) জন সভাপতি, পদাধিকারবলে, যাহারা ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(ঘ) শ্রমিক ফেডারেশনের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যিনি ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(ঙ) রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার ৩ (তিন) জন সদস্য;

(চ) শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, যাহারা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হইবেন;

(ছ) বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি যিনি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হইবেন;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের ৫ (পাঁচ) জন সদস্য যাহাদের মধ্যে দফা (ঘ) এ বর্ণিত সদস্যও অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন;

(ঝ) বোর্ডের মহাপরিচালক যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন:

"তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২১৪(১)(ঘ) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা বা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে প্রকল্প পরিচালনা করা হইলে উক্ত অনুদানের কার্যক্রম ও তহবিল পরিচালনার জন্য পরিচালনা বোর্ড সরকার, সংশ্লিষ্ট শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আলাদা বোর্ড বা ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত বোর্ড বা কমিটিতে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বোর্ড বা ত্রিপক্ষীয় কমিটির কার্যপরিধি ও অনুদানের অর্থ পরিচালনার জন্য ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে একটি প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।";

(৭৮) বিধি ২২৩ এর—

(ক) শিরোনামে উল্লিখিত 'সচিবের' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'সচিব' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'সচিব' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত 'সচিবের' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৭৯) বিধি ২২৪ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত 'সচিব' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৮০) বিধি ২৩৮ এর উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অথবা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৮১) বিধি ২৫৪ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'শ্রম অধিদপ্তরে' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'শ্রম অধিদপ্তরের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৮২) বিধি ৩১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'শ্রম অধিদপ্তরে' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৮৩) বিধি ৩৫০ এর—

(ক) শিরোনামে উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালকের' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (১) এর—

(অ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত 'ত্রয়োদশ অধ্যায়' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'ত্রয়োদশ অধ্যায়, চতুর্দশ অধ্যায় ও ষোড়শ অধ্যায়' শব্দসমূহ ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (চ) এ উল্লিখিত 'নিষ্পত্তিকরণ,' শব্দটি ও কমার পর 'শিল্প বিরোধ বা শ্রম অসন্তোষ নিষ্পত্তি,' শব্দসমূহ ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ';' সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝ), (ঞ) ও (ট) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঝ) কোন ট্রেড ইউনিয়ন, সিবিএ বা ফেডারেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোন ধরনের জটিলতার বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এবং অভিযোগকারীদেরকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্র ও শ্রম আইন অনুযায়ী পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচনসম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(ঞ) দফা (ঝ) এ উল্লিখিত ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শ্রম আদালতে অভিযোগ উত্থাপন;

(ট) শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম, বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা, শ্রম প্রশাসন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।";

(৮৪) বিধি ৩৫১ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত 'ও ট্রেড ইউনিয়ন' শব্দসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ';' সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ছ) ধারা ৩২৩(৬) অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর জাতীয় স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলে পেশ করিতে হইবে।";

(৮৫) বিধি ৩৫৫ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ যে তারিখে মঞ্জুর করা হইবে সেই তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।";

(৮৬) বিধি ৩৫৮ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) পরিদর্শকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা উহার অংশবিশেষ বা উহাতে বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিষয় বা রীতি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক অথবা এমন ত্রুটিপূর্ণ যে উহা মানুষের শারীরিক ক্ষতি করিতে পারে, তাহা হইলে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মস্থল নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিয়া উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সংক্রান্ত নোটিশের কপি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তর বা সংস্থায় প্রেরণ করিতে পারিবেন।";

(৮৭) বিধি ৩৬০ এ উল্লিখিত ‘খাতে’ শব্দটির পর ‘অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোডে’ শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে এবং ‘হইবে’ শব্দটির পর ‘অথবা ইলেকট্রনিক পে এর মাধ্যমেও ফি প্রদান করা যাইবে’ শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে;

(৮৮) বিধি ৩৬১ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৩৬১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“৩৬১ক। **মহিলাদের প্রতি আচরণ।**—(১) কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলা নিযুক্ত থাকিলে মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থি যৌন হয়রানি, অসৌজন্যমূলক আচরণ, অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত আচরণ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত আচরণ এবং যৌন হয়রানি বলিতে নিম্নবর্ণিত আচরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আচরণ যেমন শারীরিক স্পর্শ বা অনুরূপ প্রচেষ্টা;

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া কাহারো সহিত যৌনসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা;

(গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

(ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ প্রস্তাব;

(ঙ) পর্ণোগ্রাফি দেখানো;

(চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি;

(ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তাহার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া ঠাট্টা বা উপহাস করা;

(জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস বা বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;

(ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;

(ঞ) যৌন হয়রানির কারণে সাংস্কৃতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকিতে বাধ্য করা;

(ট) প্রেম নিবেদন করিয়া প্রত্যাখাত হইয়া হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

(ঠ) ভয় দেখাইয়া বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা।

(২) প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অন্যূন ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন করিতে হইবে যাহার প্রধান হইবেন একজন নারী এবং কমিটিতে প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৩) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গাইডলাইন তৈরি করিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদের উহা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ১ (এক) টি করিয়া অভিযোগ বাক্স রাখিতে হইবে ও প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে।'';

(৮৯) বিধি ৩৬৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৩৬৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৬৩। **রেকর্ড সংরক্ষণ।**—(১) আইন এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরবর্তী (৩) বৎসর এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকৃত শ্রমিকের অপরিশোধিত অর্থের দাবি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত সকল নথিপত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাইবে এবং প্রয়োজনে প্রিন্ট কপি সরবরাহ করা যাইবে।";

(৯০) বিধি ৩৬৪ এর—

(ক) শিরোনামে উল্লিখিত 'মহাপরিদর্শকের' শব্দটির পর 'এবং মহাপরিচালকের' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) 'মহাপরির্দশক ও সংশ্লিষ্ট উপ-মহাপরিদর্শকের' শব্দসমূহের পর 'এবং মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট পরিচালক বা উপপরিচালকের' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(৯১) বিধি ৩৬৬—

(ক) এ দুইবার উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি এবং '৩০' সংখ্যাটির পরিবর্তে '৫৫' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৩৬৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

''৩৬৬ক। আইনের উপর প্রশিক্ষণ।—(১) সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ এই আইনের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করিবে।

(২) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা তৎকর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা ও শ্রমিক শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক আহুত হইলে উক্তরূপ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার নিমিত্ত ৪ (চার) সপ্তাহ, ১ (এক) সপ্তাহ, ২ (দুই) দিন, ১ (এক) দিন মেয়াদে বা সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনাক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মেয়াদে আইন ও বিধিমালার উপর যেকোনো ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত কেবল ১ (এক) দিন ও ২ (দুই) দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ আইন ও বিধির বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৫) অধিক্ষেত্রাধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক আইন ও বিধিমালা বা উহার কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পরিচালিত বৎসরে অন্তত একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক সমিতিসমূহ অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) বিদ্যামান আইনের আলোকে গঠিত সেইফটি কমিটি ও অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যগণ বৎসরে অন্তত একবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিক্ষেত্রাধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই মর্মে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন গ্রহণ করিবেন।

(৭) মহাপরিচালক মালিক সংগঠনের সহিত আলোচনাপূর্বক যেকোনো প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যয়ের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করিবেন।

(৮) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো শিক্ষা বোর্ড বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে ‘ডিপ্লোমা ইন লেবার ম্যানেজমেন্ট এবং লেবার এডমিনিস্ট্রেশন’ বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করিতে পারিবে।”;

(৯২) তফসিল-৪ এর——

(ক) দফা (১২) এর উপ-দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত ‘।’ দাড়ি এর পরিবর্তে ‘;’ সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা:——

‘‘(ঘ) সেইফটি কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার খরচ মালিক বহন করিবে।’’;

(খ) দফা (১৩) এর উপ-দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত ‘।’ দাড়ি এর পরিবর্তে ‘;’ সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:——

‘‘(ঙ) নূতন সেইফটি কমিটি নির্বাচনের পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মালিক কমিটির সকল সদস্যদের যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বা বাস্তবায়ন করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।’’;

(৯৩) তফসিল-৫ এর—

(ক) দফা ৩ এর উপ-দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত '।' দাড়ি এর পরিবর্তে ';' সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্ত সকল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান করিবে।'';

(খ) দফা ৪ এর উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত 'একটি' শব্দটির পরিবর্তে 'এক বা একাধিক' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা ৭ এর—

(অ) উপ-দফা (৬) এর অনুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত 'এক মাসের' শব্দসমূহের পরিবর্তে '৬০ (ষাট) দিনের' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-দফা (৬) এর অনুচ্ছেদ (খ) এর শর্তাংশ এবং অনুচ্ছেদ (ঙ) এ উল্লিখিত 'কর্মচারী' শব্দটির পরিবর্তে 'শ্রমিক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) উপ-দফা (৬) এর অনুচ্ছেদ (ঘ) এ উল্লিখিত '১ (এক) মাসের' শব্দসমূহ, সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহের পরিবর্তে '৬০ (ষাট) দিনের' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) উপ-দফা (৬) এর অনুচ্ছেদ (খ) এ উল্লিখিত 'পারিবেন' শব্দটির পর 'এবং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া উক্ত বাসস্থান ব্যবহার করিতে পারিবেন' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা ৭ এর উপ-দফা (৬) এর অনুচ্ছেদ (ঙ) এ উল্লিখিত 'পারিবেন' শব্দটির পর 'এবং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া উক্ত বাসস্থান ব্যবহার করিতে পারিবেন' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(৯৪) ফরম-১ এর ছকের ক্রমিক নং ১৮ এর বিপরীতে উল্লিখিত 'বার্ষিক বেতন বা মজুরি বৃদ্ধির বিধান' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'বেতন ও মজুরি কাঠামো এবং বার্ষিক বেতন বা মজুরি বৃদ্ধির বিধান' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৯৫) ফরম-৬ এর অপর পৃষ্ঠা শিরোনাম সংবলিত ছকে উল্লিখিত 'জাতীয় পরিচয়পত্র নং' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'জাতীয় পরিচয়পত্র নং/জন্মনিবন্ধন নম্বর' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৯৬) ফরম-৭ এর '(খ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২-৫' এবং '(গ) তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬-৯' এর শিরোনাম এবং উহার ছকের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম এবং ছক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(খ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২-৫
মালিকের ও চাকরির তথ্য

কারখানা/ প্রতিষ্ঠার নাম ও ঠিকানা	মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নাম	যোগদানের তারিখ	চাকরি ত্যাগ/ অবসানের তারিখ	ত্যাগ/অবসানের ধরণ/কারণ	মালিক/প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর	শ্রমিকের স্বাক্ষর/টিপসহি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

(গ) তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬-৯
সার্ভিস রেকর্ড ও মজুরি এবং ভাতা সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমান পদে চাকরি আরম্ভের তারিখ	চাকরির পদ ও কার্ড নম্বর	মাসিক মজুরির হার				অন্যান্য ভাতা	মোট, প্রভিডেন্ড ফান্ড (যদি থাকে)	শ্রমিকের প্রদেয় চাঁদা	মালিকের প্রদেয় চাঁদা	মালিক/ প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর	শ্রমিকের স্বাক্ষর/ টিপসহি
(১)	(২)	(৩)				(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
		মূল মজুরি	বাড়ী ভাড়া ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	বোনাস (যদি থাকে)						
		টাকা				টাকা	টাকা	টাকা	টাকা		

";

(৯৭) ফরম-৪৩ এ উল্লিখিত 'আদালতে জামাকৃত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'আদালতে জামাকৃত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ/কল্যাণ ফান্ডে জমার রসিদ' শব্দসমূহ এবং 'শ্রম আদালতের পক্ষে স্বাক্ষর' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'কল্যাণ ফান্ডের/শ্রম আদালতের পক্ষে স্বাক্ষর' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৯৮) ফরম ৫৬(চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ফরম ৫৬(চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'ফরম-৫৬(চ)
[ধারা ১৭৮(২)(৩) এবং বিধি ১৬৮(৫) দ্রষ্টব্য]
ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তার বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	মাতা ও পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	ঠিকানা		ইউনিয়নে তাহার পদবি	প্রতিষ্ঠানে তাহার পদবি	টোকেন/কার্ড নং (যদি থাকে)	মন্তব্য
				স্থায়ী	বর্তমান				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

সভাপতির স্বাক্ষর ও নামসহ সিল

সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল';

(৯৯) ফরম ৫৬(ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ফরম ৫৬(ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:―

‘ফরম-৫৬(ছ)
[ধারা ১৭৮(২)(৩) এবং বিধি ১৬৮(৫) দ্রষ্টব্য]
ফেডারেশনের কর্মকর্তার বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	মাতা ও পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	ঠিকানা		ফেডারেশনে তাহার পদবি	টোকেন/কার্ড নং (যদি থাকে)	মন্তব্য
				স্থায়ী	বর্তমান			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

-------------------------------- সভাপতির স্বাক্ষর ও নামসহ সিল

--- সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল’;

(১০০) ফরম ৬০ এ উল্লিখিত ‘শ্রম পরিচালক’ শব্দসমূহের পরিবর্তে ‘মহাপরিচালক’ শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১০১) সর্বত্র উল্লিখিত ‘শ্রম পরিচালক’, ‘অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক’, ‘যুগ্ম শ্রম পরিচালক’, ‘উপ-শ্রম পরিচালক’, ‘সহকারী শ্রম পরিচালক’ ও ‘শ্রম কর্মকর্তা’ শব্দসমূহের পরিবর্তে, এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভিন্নরূপ কোনো বিধান করা না হইলে, ক্ষেত্রমত, ‘মহাপরিচালক’, ‘অতিরিক্ত মহাপরিচালক’, ‘পরিচালক’, ‘উপ-পরিচালক’, ‘সহকারী পরিচালক’ ও ‘শ্রম কর্মকর্তা’ শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd